বুকার জয় করলেন ভারতীয় সাহিত্যিক

দেশে দেশে উপনিবেশ গড়ে ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা। নিজেদের আরামের প্রয়োজনেই তাদের মাতৃভাষাকেই শিক্ষার প্রধান মাধ্যম করেছিল তারা। ইংরেজ চলে গেল কিন্তু বীজ বপন করে গেল তাদের প্রতাপের। আজ ৫০ বছর পরে সেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যান্য মহাদেশের প্রজন্ম পরম্পরা তৈরি হয়েছে, যারা যুতসই জবাব দিচ্ছেন সাবেক শাসকদের। সাহিত্যে ইংরেজদের ছাড়িয়ে খ্যাতির শিখড়ে পৌঁছে গেছেন এখন উপমহাদেশের তরুণ লেখকরা। ব্রিটেনে ইংরেজি সাহিত্যের জন্য নির্ধারিত ম্যান বুকার প্রাইজ এ বছর জিতে নিলেন একজন ভারতীয় অরবিন্দ আদিগা। ৩৩ বছরের এই তরুণ লেখক ছিলেন এবারের বকুার লড়াইয়ের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী। অরবিন্দের মতে, শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরার চাইতে চূড়ান্ত বাছাইয়ে মনোনয়ন পেয়েই ধন্য হয়েছিলেন তিনি। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে তার বিজয় হয়েছে, যা খুশি মনে উৎসর্গ করেছেন তার প্রিয় দিল্লীবাসীদের।

অরবিন্দর আগে ১৯৮১-তে সালমান রুশদী এবং ১৯৯৭-তে অরুন্ধতি রায় বুকার জিতে দারুণ হই চই ফেলে দিয়েছিলেন। ২০০৬-এ কিরন দেশাই একই পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৮-এ অরবিন্দ আদিগা পেলেন আবার। জয় হলো উপমহাদেশের আরো একজনের।

আদিগার উপন্যাস 'দ্য হোইট টাইগার' ভারতের প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকা, ব্যর্থতা এবং সফলতাকে কেন্দ্র করে গড়িয়েছে। অবয়বহীন ভারতীরা খুঁটিনাটিসহ উপস্থাপিত হয়েছে তার উপন্যাসে।

সোনিয়া গান্ধীর নতুন রূপ

ইদানীং অনেক বেশি উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত মনে হয় সোনিয়া গান্ধীকে। আজকাল চড়া রঙের শাড়ি পরেন, কপালে থাকে টিপ। আগেও শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধীর মতো হাঁটতেন চটপট। এখন হাঁটেন আরো দ্রুত। অনুসারীরা রীতিমতো দৌড়ান তাকে ধরতে হলে। গত বেইজিং অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাস্যোজ্জ্বল সোনিয়াকে দেখা গেছে স্টেডিয়ামের ব্যালকনিতে। বিশেষ করে যখন ভারতীয় দল মার্চ পাস্ট করছে তখন দাঁড়িয়ে দু'হাত নেড়ে তাদের উৎসাহ জোগাতে দেখা যায় তাকে। পরনে গাঢ় ম্যাজেন্টা কাতান, কর্ন আভরণ এবং উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সোনিয়ার এই নতুন রূপকে স্বাগত জানাচ্ছে কম-বেশি সকলে।

ক্যামেরার সামনে থেকে ক্যামেরার পেছনে রেনুকা সাহানি

দর্শক হৃদয়ে অভিনয় দিয়েই জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। নব্বইয়ের দশকে স্যাটেলাইট চ্যানেলের সূত্রে তার ছোট পর্দায় আবির্ভাব।

তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ বলিউড। অচিরেই ডাক পড়ে বড় ছবিতে কাজের। 'হাম আপকে হায় কন'-এর মতো বক্স অফিস কাঁপানো সিনেমায় মাধুরী দিক্ষিতের বড় বোনের চরিত্র রূপায়ণ বিপুলভাবে পরিচিত করে তাকে। এরপর আন্তাক্ষরীর মাধ্যমে হয়ে ওঠেন জনপ্রিয় তারকা। এক পর্যায়ে বিয়ে করে কিছুটা নেপথ্যে চলে গেলেও এবারে তার পুনঃআবির্ভাব চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে।

রেনুকা সাহানি পরিচালনা করতে চলেছেন শান্তা গোখলের উপন্যাস অবলম্বনে 'রীতা'। এতে মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন আরেক আন্তাক্ষরী তারকা পল্লবী যোশী। দু'জনের সখ্য দারুণ জমে ওঠে আন্নু কাপুরের 'আন্তাক্ষরী' সঞ্চালনার মাধ্যমে।